Released 14-8-1941

প্রতিশ্রুতি

THE NEW THEATRES LIMITED

নিউ থিয়েটার্সের চিত্র-নিবেদন

সকল সময়ে একমাত্র আরামদায়ক পানীয়

এমন কি শিশুদের ও

প্রিয়

টিপ্‌রচা

এ. টস এণ্ড সন্স
কলিকাতা
ও
রেঙ্গুন

পরিচ্ছদে আভিজাত্য ও অভিনবত্ব !

আধুনিক রুচিসম্মত
সাড়ী ও ব্লাউসের
অপূর্ব্ব সমাবেশ

কমলালয় লিঃ

লোভনীয় ও অননুকরণীয়
ছেলেমেয়েদের পোষাকের
মনোরম আয়োজন

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

নিউ থিয়েটার্সের নূতন চিত্র

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড্

— কলিকাতা —

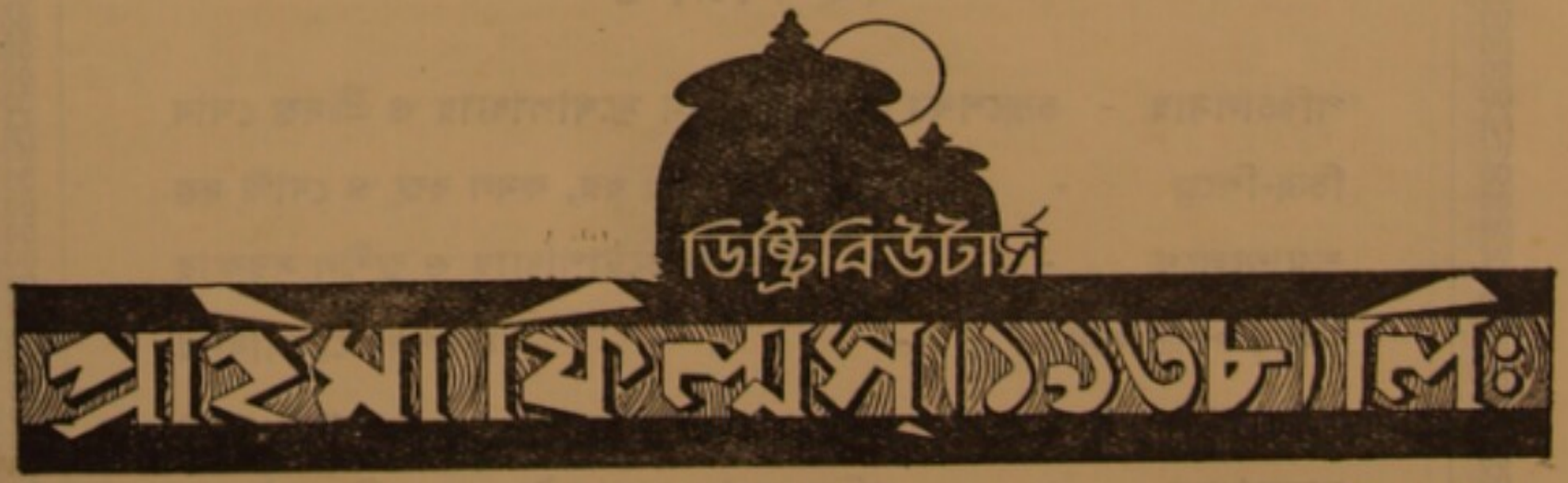

ফোন ঃ বি, বি, ১১৩ ঃঃ গ্রাম ঃ রূপবাণী ঃঃ ৭৬-৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

সংগঠনকারী ঃ

পরিচালনা - - - - - - হেমচন্দ্র চন্দ্র

কাহিনী ও সংলাপ - - - বিনয় চট্টোপাধ্যায়

গান - - - - - - প্রণব রায়

সঙ্গীত-পরিচালনা - - - রাইচাঁদ বড়াল

আলোকচিত্র-শিল্প - - সুধীন মজুমদার

শব্দানুলেখ - মুকুল বসু ও শ্যামসুন্দর ঘোষ

রসায়নাগার-শিল্প - - সুবোধ গাঙ্গুলী

সম্পাদন - - - সুবোধ মিত্র

শিল্প-নির্দ্দেশ - - সৌরেন সেন

ব্যবস্থাপন - - প্রমোদ রায়

সহকারী ঃ

পরিচালনায় - চন্দ্রশেখর বসু, সৌম্যেন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমন্ত ঘোষ

চিত্র-শিল্পে - - - রবি ধর, কমল বসু ও যোগী দত্ত

শব্দানুলেখে - - অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সুশীল সরকার

সঙ্গীত-পরিচালনায় - - - হরিপদ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনে - - - - - - চারু ঘোষ

ব্যবস্থাপনে - পুলিন ঘোষ, অনাথ মৈত্র ও সুধীর ভট্টাচার্য

ভূমিকা-লিপি

পাহাড়ী সান্যাল, ভারতী, অসিতবরণ, চন্দ্রাবতী, শৈলেন চৌধুরী

সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন বসু, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়

রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়া বসু, বিনয় গোস্বামী

জহর গঙ্গোপাধ্যায়, অপর্ণা, ছবি বিশ্বাস

বীণাপাণি (কালো), তুলসী চক্রবর্তী

খগেন পাঠক, কেনারাম বন্দ্যোঃ

কনকনারায়ণ, অমলেন্দু ঘোষাল

প্রফুল্ল মুখোঃ, কালী ঘোষ

প্রভাত চট্টোপাধ্যায়

৺দীনেশ দাস।

কাহিনী

চারটি প্রাণীকে নিয়ে বিপিনের সংসার।

বিপিন, বিপিনের স্ত্রী, বড় ছেলে কুমারনাথ এবং ছোট ছেলে অরুণ।

কুমারনাথ শহরে থেকে কলেজে পড়ে। অরুণ পড়ে গ্রামের স্কুলে—আর বছর দুই পরে সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবে।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বিপিনের জাবিকা-নির্বাহ হয় তেজারতি ও মহাজনী কারবারের আয় থেকে। বহু যত্ন ও পরিশ্রমে সে এই ব্যবসাটিকে গ'ড়ে তুলেছে। সে নিজেই সব দেখাশোনা করে।

সম্প্রতি তার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছে। হৃদ্‌যন্ত্র ক্রমশঃ বিকল হয়ে পড়ছে এবং তার উপর আছে ব্লাড্-প্রেশার। আত্মশক্তিতে আছে তার পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসেই সে আজো সব চালিয়ে নিচ্ছে।

কনিষ্ঠ অরুণচন্দ্র মেধাবী, কিন্তু পড়াশুনায় তার একেবারেই মন নেই।

বিপিন মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। সে বলে, "থাক্ তোর পড়াশুনা। তোর ও ধাতে সইবে না; বরং আমি থাকতে থাকতে কাজকর্মগুলো শিখে নে।"

বিপিনের স্ত্রী, স্বামীর এই উক্তির মধ্যে একটা পক্ষপাতিত্বের আভাষ পান। তাঁর ধারণা, কুমারনাথের ওপর স্বামীর মমতা বোধ করি একটু বেশী বলেই অরুণের ওপর তাঁর আস্থা আদৌ নেই। মাঝে মাঝে এ কথাটি বেশ স্পষ্ট অথচ তাঁর স্বভাব-সুলভ মিষ্টি ভাষায় স্বামীকে শুনিয়ে দেন। মাঝে মাঝে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই নিয়ে তর্ক-বিতর্কেরও সূত্রপাত হয়।

প্রতিবেশী নীলাম্বরের অবিবাহিতা কিশোরী কন্যা শান্তি, অরুণের ছেলেবেলার সাথী। আজ তারা বড় হয়ে উঠেচে, কিন্তু আজো তাদের সে-সম্বন্ধ অটুট আছে। নীলাম্বর কিন্তু এটা পছন্দ করে না।

বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে নীলাম্বর ও বিপিনের মধ্যে গোলযোগ বেধেই আছে। সম্প্রতি সেটা আরো বেড়ে উঠেছে। এই বিবাদের ফলে, একজন আর একজনকে জব্দ করবার মৎলবে আছে। দুটি পরিবারের বসতবাটীর মাঝখানে, যাতায়াতের পথে, একদিন নীলাম্বর তুলে দিলে প্রাচীর। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকেও জানিয়ে দিলে, "বিপিনের বাড়ীতে আর যাবিনে; ওদের সঙ্গে মেলামেশাও আর তোর চলবে না।"

বিপিনের কাছে এটা নিতান্তই বাড়াবাড়ি ব'লে মনে হ'ল। নীলাম্বরের ব্যবহারে সে পেল অন্তরে আঘাত এবং মানসিক উত্তেজনা-বশে সে-ও এগিয়ে গেল তার নিজস্ব সীমানার উপর বেড়া তুলে দিতে। এসব উত্তেজনা যে তার বর্তমান ভগ্ন-স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্তই প্রতিকুল, এ কথা কে তাকে বোঝাবে!

বিপিনের পীড়া বৃদ্ধি হ'ল এবং তার ফলে সে হ'য়ে পড়লো শয্যাশায়ী। যথাসময়ে

কুমারনাথ পেলো সেই দুঃসংবাদ। সে যখন গ্রামের বাড়ীতে এসে পৌছুল, বিপিনের তখন অন্তিমকাল উপস্থিত।

বিপিনের অবর্তমানে তার বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনার ভার কে নেবে—এই চিন্তাটাই সেই অন্তিম মুহূর্তে তাঁকে অধীর ক'রে তুললো।

মৃত্যুপথযাত্রী পিতার শেষ মুহূর্তের সে ব্যাকুলতা, কর্তব্যনিষ্ঠ পুত্রের অন্তরে গিয়ে ঘা দিল। কুমারনাথ সবই বুঝেছিল। তাই বাবাকে সে জানিয়ে দিলে, "তুমি কিছু ভেবো না, বাবা। আমি সব ভারই নিলাম।"

একদিকে বিষয়-সম্পত্তি, অন্যদিকে কনিষ্ঠ অরুণ। প্রথমটির রক্ষণাবেক্ষণ এবং দ্বিতীয়টিকে মানুষ কোরে তোলা—কুমারনাথ সে গুরুভার মাথায় তুলে নিল। পিতা যেন পরম শান্তিতেই শেষ নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন!

সত্যে-আবদ্ধ পুত্রের জীবনে এই প্রতিশ্রুতি-পালনের অর্থ ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। কুমারনাথ জানতো না—বোধ করি ভাবতেও পারেনি, সে-সত্য পালন ক'রতে গিয়ে তাকে কত বড় ত্যাগ স্বীকার কোরতে হ'বে।

নলিনাক্ষ বাবু কোল্‌কাতার একটি বিশিষ্ট কলেজের অধ্যাপক। তাঁর উচ্চ-শিক্ষিতা সুন্দরী কন্যা অনুভার সঙ্গে কুমারনাথের সম্বন্ধটা ক্রমশঃই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। এদের পূর্বরাগ ও প্রণয় যে একদিন মিলনেই সার্থকতা লাভ ক'রবে, এই আশাই দুজনে অন্তরে পোষণ ক'রত। কিন্তু কার্যতঃ তা ঘট্‌লো না—নানা কারণে নলিনাক্ষ এ বিবাহ-প্রস্তাব সমর্থন ক'রতে পারলেন না।

1941

তার মধ্যে প্রধান] কারণ হচ্ছে, অবস্থা-বিপর্যয়ে কুমারনাথের উচ্চ-শিক্ষা-লাভের আশা ত্যাগ।

নলিনাক্ষের এ প্রতিবাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই চলে না, কারণ তাঁর বক্তব্যের অন্তরালে ছিল এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। কাজেই যুক্তি দিয়ে একে খণ্ডন করবার চেষ্টা করা বৃথা।

ব্যক্তিগত সুখভোগের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে, একমাত্র প্রতিশ্রুতি-পালনের ব্রতকেই অবলম্বন ক'রে, কুমারনাথ ফিরে এলো তার গ্রামে।

সংসারের যাবতীয় ভার কুমারনাথ এসে স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিল। নিজের স্বভাব-সুলভ মধুর ব্যবহারে, তার পিতৃবন্ধু নীলাম্বরকেও জয় ক'রতে কুমারনাথের বিলম্ব হ'ল না।

শান্তির বিবাহের জন্য সৎপাত্র সংগ্রহের চেষ্টায় যখন নীলাম্বর নিযুক্ত ছিল, তখন একদিন সুযোগ বুঝে কুমারনাথ তার কাছে প্রস্তাব ক'রে বসল, "অরুণের সঙ্গে শান্তির বিয়ে দিলে কেমন হয়?"

নীলাম্বরের পক্ষে এ ত' আশাতীত সৌভাগ্যের কথা। মনে মনে সে সুখীই হোল, কিন্তু মুখে জানাল, "তোমাদের সঙ্গে যে আমাদের এতদিনের বিবাদ....."

কুমারনাথ হেসে জবাব দিল, "আর থাকবে না।"

আবাল্য মেলামেশার ফলে শান্তি ও অরুণের মধ্যে যে অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে, এটা কুমারনাথের অজানা নয়। উভয়ের মিলন ঘটলে শুধু দুজনেই সুখী হবে, তাই নয়—চিরটাকালের জন্য দুটি পরিবারের মধ্যে আর কোন বিবাদ-বিসম্বাদ ঘটবার কারণও থাকবে না। তাই এ বিবাহে কুমারনাথের এতটা আগ্রহ।

নীলাম্বর সানন্দেই সম্মতি দিল এবং অরুণ ও শান্তির বিবাহের কথা একরকম পাকাপাকি হ'য়ে গেল।

যথাসময়ে অরুণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ল এবং সম্মানের সঙ্গে বৃত্তি নিয়েই পাশ ক'রল।

অরুণকে সুশিক্ষিত ক'রে তোলাই কুমারের এখন একমাত্র লক্ষ্য। তাই কলেজে ভর্তি হবার জন্য তাকে সে পাঠিয়ে দিল কোল্‌কাতায়।

অরুণ ও শান্তির মধ্যে ঘটলো সাময়িক বিচ্ছেদ। তার অদর্শনে সেই প্রথম শান্তি উপলব্ধি ক'রলে অরুণকে সে কতখানি ভালবাসে!

শহরের নতুন পরিস্থিতির মাঝে অনভ্যস্ত অরুণ, দুদিনেই হয়ে পড়লো দিশেহারা। সকলের বিদ্রূপ ও বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে একদিন সে এসে সব কথা সবিস্তারে জানালে তার হষ্টেলের বন্ধু বিলাসকে। বিলাস বুঝতে পারলে সবই। হয় ত' এই গোবেচারা ভালমানুষ ছেলেটির দুরবস্থা দেখে তার একটু মায়াও হ'ল। তাই একদিন বিলাস তাকে নিয়ে গেল শহরের এক বহুখ্যাত শিক্ষিতা বিলাসিনী শ্রীমতী সুমিত্রা দেবীর কুঞ্জে।

সুমিত্রা শুধু রূপসী নয়। তার চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তায় এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যা সহজেই মানুষকে মুগ্ধ করে। বলা বাহুল্য, তরুণ অরুণের মনকেও সে গভীর ভাবে আকৃষ্ট ক'রল।

প্রথম পরিচয়ের জড়তা কেটে গিয়ে সম্বন্ধটা ক্রমশঃ নিকটতর হয়ে উঠলো। সুমিত্রার সান্ধ্য-মজলিশে নিয়মিত সুরু হ'ল অরুণের আনাগোনা। তার সব অভাব, সকল দুঃখ নিমিষেই ভুলিয়ে দিলে সুমিত্রা। এমনি ক'রে ধীরে

ধীরে তার সবচেয়ে প্রিয়বস্তু শৈশব-সঙ্গিনী শান্তিকেও সে ভুলতে বসলো।

রূপোন্মাদ তরুণ, নারীর রূপযৌবনের প্রলোভনে সহজেই ধরা দিল। স্রোতের মুখে অসহায় তৃণের মত ভেসে চল্‌লো অজানার পানে।

অবস্থা-বিপর্যয়ে পড়েই নাকি সুমিত্রা আজ বিলাসিনী। কিন্তু যে সময়ে তার জীবনে ঘটলো অরুণের আবির্ভাব, সে সময় তার রুচিটাও গেল বদলে। সাধারণ নারীর মতই মনে-প্রাণে ভালবাসার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে আজ আশ্রয় ক'রল এই তরুণকে। এতকাল সে মনকে ক'রে রেখেছে উপবাসী। আজ তার ক্ষুধা মেটাবার পালা।

খবরটা নানাভাবে লোকমুখে অতি-

রঞ্জিত হ'য়ে, গ্রামে এসে পৌছুতে বিলম্ব ঘটলো না।

তখন মা ছিলেন অসুস্থ। প্রাণাধিক পুত্রের এই আকস্মিক অধঃপতনের সংবাদে তিনি অবসন্ন হ'য়ে পড়লেন। তাঁর মৃত্যুকাল সন্নিকট হ'য়ে এল।

মার অসুখের দুঃসংবাদ বহন ক'রে, টেলিগ্রামখানা যখন হষ্টেলে এসে পৌছুলো, অরুণ তখন সুমিত্রার কুঞ্জে। অথচ বিলাস ছাড়া এ খবর আর কেউ জানে না—এবং সে তখন শহরের বাইরে।

দিন সাতেক পরে, অরুণ হষ্টেলে ফিরে, টেলিগ্রাম পেয়ে, যখন গ্রামে এসে পৌছুল, মা তখন পরলোকে।

অপরাধীর মত মাথা হেঁট ক'রে অরুণ এসে দাঁড়াল তার অগ্রজের সামনে।

কুমার বেশ স্পষ্ট ভাষাতেই প্রশ্ন ক'রল, তার সম্বন্ধে যে সব দুর্নাম রটেছে, তার কোন ভিত্তি আছে কি না·····

সত্য কথা স্বীকার করবার সৎসাহস তিখন তার কোথায়! সে কাপুরুষের মত সব কিছুই অস্বীকার কোরে ব'সল। তারপর কোন গতিকে কোল্‌কাতায় পালিয়ে এসে সে পেল নিষ্কৃতি।

অজানা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আবার সুরু হোল অরুণের অভিশপ্ত জীবনের অভিযান! পরিণাম চিন্তা করবার সময় আজো তার আসেনি। ফেরবার পথও বুঝি আজ বন্ধ। মায়াবিনী সুমিত্রা, কোথায়, কোন্ অন্ধকারে তাকে টেনে নিয়ে চলেচে···কে জানে·!

অরুণ ঠিক ক'রেছে, গ্রামে আর সে ফিরবে না। সংসারের কোন বন্ধনই তার ঘরছাড়া মনকে বশে আনতে পারবে না। এক-মাত্র সুমিত্রাই তার নি দ্রা-জা গ র ণে র চিন্তা, তার আশ্রয়!

কিন্তু সে-ভুল তার একদিন নির্মম ভাবে ভেঙে দিলে সুমিত্রা নিজেই। সে তখন উ প ল ব্ধি ক'রতে পে রে ছে, অরুণকে নিয়ে নতুন ক'রে তার ঘর-পাতবার স্বপ্ন এ কে বা রে ই মিথ্যা! সমাজ যখন তাকে ক্ষমা ক'রবে না, তার স্বীকৃতি দেবে না, যে দেহ-বিলাসিনী সেই দেহ-বিলাসিনীই সে থাকবে, তখন আর নতুন ক'রে এ বন্ধনের অর্থ কী! অরুণকে একদিন নির্মম ভাবে সে জানিয়ে দিলে, "তুমি ঘরে ফিরে যাও; তোমার প্রয়োজন আমার কাছে আজ থেকে ফুরিয়েছে!"

প্রত্যাখ্যানের মর্মবেদনা অরুণকে প্রায় মরিয়া ক'রে তুললো। সে তার বন্ধু বিলাসকে সব কথাই জানালে। বিলাস জবাব দিলে, "সুমিত্রা বোধ করি নতুন শিকারের সন্ধানে ফিরছে!"

ঈর্ষার জ্বালায় বিষাক্ত হ'য়ে উঠলো প্রেমিকের মন। মরিয়া হয়ে সে বার বারই এগিয়ে যায় সুমিত্রার কাছে—কিন্তু সুমিত্রা আর তাকে আমল দিতে রাজী নয়।

হিতাহিত-চিন্তা তার বহুকালই লোপ পেয়েছে। এতদিন ভালবাসায় ভুলিয়ে, আজ সুমিত্রা তাকে ত্যাগ ক'রতে চায়, এ চিন্তাটাই তার পক্ষে দুঃসহ!

নির্লজ্জের মত সে আবার গেল সুমিত্রার কাছে, তার শেষ আবেদন পেশ ক'রতে—কিন্তু কোন যুক্তি দিয়েই আজ তার মনকে সে টলাতে পারলে না। শেলের মত এসে মর্মভেদ ক'রল তার নির্মম বাণী।

প্রত্যাখানের অপমান ও আত্মগ্লানি তার অন্তরে জাগিয়ে তুললো প্রতিহিংসার প্রবৃত্ত। সুমিত্রা আজ তার কেউ নয়—সে জেনেশুনে তার সর্বনাশ ক'রেছে।

তারই সাজা দিতে অরুণ এলো এগিয়ে, এবং তার প্রতিহিংসাও চরিতার্থ হ'ল।

তারই ভয়াবহ আলেখ্য এবং অরুণের জীবনের শেষ পরিণাম কী, আপাততঃ সে কৌতূহল আপনাদের মেটাতে চাইনে।

কুমারনাথের মত মহাপ্রাণ, কর্তব্যনিষ্ঠ পুত্রের জীবনের ব্রত কেমন ক'রে উদ্‌যাপিত হয়েছিল তার ধারাবাহিক পরিচয়ও এই নাটকে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

●

গান

— এক —

কে যায়, কে যায়, বৃন্দাবনের কুঞ্জপথে কে যায় গো ?
কনক-বরণী কে অভিসারিণী চপল-চরণে ধায় গো ?
পথ বলে, জানি, এ-রাঙা চরণ কার—
তৃণদল বলে তারে চিনি গো !
ক্ষণে ক্ষণে সচকিতা
ক্ষণে লাজ-ভয়-ভীতা
এ যে রাই বিনোদিনী গো !
(যবে) কুঞ্জ-দুয়ারে থামিল চরণ, আঁখি দু'টি দেখে চাহি রে !
দুরু-দুরু হিয়া
ওঠে চমকিয়া—
পিয়া বুঝি হেথা নাহি রে !
না না, ওই তো রয়েছে বাহিরে !

* * *

আমারে সুধায় ডেকে পথিক-সুজন
'এই পথে রাই ধনি গেছে কি এখন ?'
আমি বলি দেখি নাই, কোন্ পথে গেছে রাই—
(শুধু) মরমে রয়েছে লেখা চরণ-লিখন !

—বিনয় গোস্বামী ।

— দুই —

অরুণ : রাজার মেয়ে, কাহার লাগি গাঁথছো মণিহার ?
শান্তি : কাছে এসো, বল্‌বো কানে-কানে !
রাজার ছেলে, নিশি জেগে স্বপন দেখ' কার ?
অরুণ : কাছে এসো, বল্‌বো গানে-গানে ॥
শান্তি : উঁহুঁ !···রাজার মেয়ে যায় না কারো কাছে,
পাড়ায় পাড়ায় গরবিনীর নিন্দা রটে পাছে !
অরুণ : ইস্ ! রাজকন্যার শুধুই গরব সার !
নেইকো হাতে হীরের কাঁকন, নেইকো মণি-হার !
শান্তি : বন-ফুলের সাত-নরী হার' গেঁথেছি যে আমি,
মণি-হারের চেয়ে সে যে অনেক বেশী দামী !
অরুণ : বলো, সেই মালাটি দেবে আমায় কোন্ সে
রতন পেলে ?

শান্তি : দিতে পারি—মনের মত মন যদি বা মেলে !
অরুণ : কে যে তোমার মনের মত, আমার মনই জানে,
কাছে এসো, বল্‌বো কানে-কানে !
শান্তি : উঁহুঁ !···দূরে থেকেই শোনাও গানে-গানে ॥

—অসিত ও ভারতী।

— তিন —

(আজি) চাতুরী তব পড়িল ধরা, কানুর সনে পীরিতি !
সুদাম কহে রাধারে ডাকি, "শুন গো শুন শ্রীমতী,"
মরমে মরি শ্রীমতী কহে, "হায় !
মনের কথা লুকানো বড় দায় !
ফুলের মত লুকায়ে ছিল—গোপন বন-ছায় !
কবে যে ফুটিল বনে, জাগিল মধুমাস,—
(শুধু) জানিত হিয়া, বাহিরে তার ছিল না পরকাশ।
সকলি যদি পড়িল ধরা আজ,
(ছি-ছি) কেমনে তবে ঢাকিব মোর লাজ ?"
(শুনি') হাসিয়া কহে সুদাম সখা, "সরম কিবা তায় ?
পীরিতি সে যে পরশমণি, পরশে জানা যায় !"

—বিনয় গোস্বামী।

— চার —

অরুণ : মনের বনে রঙ লেগেছে অনুরাগে—
আমার ভুবন তাই তো আজি মধুর লাগে !
কিসের ছোঁয়া লেগে
ওঠে চম্পাবতী জেগে,
বুঝি পঙ্খীরাজের সাড়া পেলো রে—
আজ বসন্ত যে এলো রে !
শান্তি : মিঠে সুরে মেঠো হাওয়ার শানাই বাজে,
উলু দিল পাপিয়া-বউ বনের মাঝে—
আধেক ফোটা ফুলে
পথিক-ভ্রমর এলো ভুলে !
অরুণ : বলে লজ্জাবতী নয়ন মেলো রে—
আজ বসন্ত যে এলো রে !
সনাতন : আজকে শুনি লীলারসের বৃন্দাবনে
বাজে চিরকালের মিলন-বাঁশী ক্ষণে ক্ষণে !

প্রেম-যমুনার পারে
হৃদয় চলে অভিসারে,
তাই সকল বাধা দূরে গেল রে—
আজ বসন্ত যে এলো রে!

—অসিত, ভারতী ও বিনয়।

— পাঁচ —

আমার ভুবনে এলো বসন্ত
তোমারি তরে,
আঁখি দু'টি তব রাখো রাখো মোর
আঁখির 'পরে!
শত জনমের কামনা বহিয়া
রূপ ধ'রে আজ এসেছে কি প্রিয়া?
যত ভালোবাসা, তত যে তিয়াষা
দহিয়া মরে!
তোমার নয়নে দেখেছি আমার
প্রথম তারা,
তোমারি মাঝারে আমার ভুবন
হয়েছে হারা!
অপরূপ তব রূপের মায়ায়
যত কথা মোর গান হয়ে যায়,
কামনা আমার দীপ-শিখা হ'য়ে
আরতি করে!

—অসিত।

●

১৭২নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ হইতে শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীপ্রভাস চন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। শ্রীবীরেন্দ্র নাথ দে কর্তৃক ১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা, দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড্ হইতে মুদ্রিত।

ভারতীয় ছায়া-চিত্র জগতের অপরাজেয় প্রয়োগ-শিল্পী, কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া বলেন ঃ

"ছায়া-চিত্রে ব্যবহারের উপযোগী, বহু শাড়ী ও সাজ-পোষাকের উপকরণাদি আমি এই প্রতিষ্ঠান হইতে সর্বদা ক্রয় করিয়া থাকি। এগুলির ডিজাইনের আধুনিকত্ব ও শিল্প-চাতুর্য্য আমাকে মুগ্ধ —করিয়াছে"—

কমলালয় ষ্টোরস্ লিঃ

১৫৩, ধর্মতলা ষ্ট্রীট : কলিকাতা

বাঙলার বৃহত্তম জাতীয় শিল্প-নিকেতন

স্বাস্থ্য-সম্মত কেশ-প্রসাধনে

পদ্মরাগ অপরাজেয়

অভিনেত্রী-কুলরাণী শ্রীমতী কানন দেবী বলেন :

—"নিত্য কেশ-প্রসাধনে আমি পদ্মরাগ তৈল ব্যবহার করি। কারণ অল্পদিনের ব্যবহারেই এই সুগন্ধি তৈলের উপকারিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছি।"

—শ্রীমতী কানন দেবী

E.P.S.

প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত দোকানে পাইবেন।

প্রস্তুতকারক ঃ কসমেটিক এণ্ড ড্রাগ রিসার্চ কোং ঃ কলিকাতা

ষ্টকিষ্ট ঃ ভি, এন, ভট্টাচার্য্য ; ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটি (মির্জাপুর) ; ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটি (হাতি বাগান) ; ইণ্ডিয়ান পাইওনিয়ার কোং ; কমলালয় ষ্টোরস্ লিঃ ; বেঙ্গল ষ্টোরস্ ; ষ্টেশনার্স নন্দী ব্রাদার্স (ভবানীপুর)

প্রতিশ্রুতি কথাচিত্র হইতে

শ্রেষ্ঠ শিল্পী

বিনয় গোস্বামী ও অসিত মুখোপাধ্যায়ের

সকল গানগুলিই

নবপ্রকাশিত নিউথিয়েটার্স রেকর্ডে শ্রবণ করুন

H.M.P. LTD
HINDUSTHAN PRODUCTS
MADE IN INDIA

মার্কনী রেডিও ও ক্রশলী রেফ্রিজিরেটরের

সোল ডিষ্ট্রীবিউটার্স

হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রডাক্টস্ লিঃ

কলিকাতা

Model—42-706T
Ac/Dc
ALL-WAVE
5 Valve
Rs. 190.

ফিলকো

শুধু রেডিও নয়

সুর ও সৌন্দর্য্যের
ঘনীভূত সমষ্টি

রেডিও সাপ্লাই ষ্টোরস্ লিঃ

৩নং ডালহাউসী স্কোয়ার কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—ডিব্রুগড় (আসাম)

E. T. P. & O. P. WORKS, LTD. CALCUTTA